বৌদ্ধ বিশ্ব প্রার্থণা গাইড

২১ দিনের প্রার্থণা
২০২৪ সংস্করণ

বিশ্বজুড়ে আমাদের বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের জন্য প্রার্থণায় খ্রীস্টানদের সাথে যোগ দিন

সুস্বাগতম

২১ দিনের বৌদ্ধ বিশ্ব প্রার্থণা গাইড-এ

"পুড়ে যাবেন না; নিজেকে জ্বালানী দিন এবং জ্বলন্ত রাখুন। প্রভুর দাসেরা সতর্ক থাকুন, প্রফুল্লভাবে প্রত্যাশা করুন। কঠিন সময়ে হাল ছেড়ে দেবেন না; কঠোরভাবে প্রার্থণা করুন।" রোমানস ১২:১১-১২ এমএসজি সংস্করণ

প্রথম শতাব্দীতে অ্যাপোস্টেল পলের দেওয়া এই উপদেশ আজকের দিনেও খুব সহজেই লেখা যেতে পারে। মহামারীর কারণে দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলা, ইউক্রেনের যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের নতুন যুদ্ধ, বিশ্বের বেশিরভাগ জায়গায় যীশুর অনুসরণকারীদের ওপর অত্যাচার, এবং অর্থনৈতিক মন্দা, এই সবকিছুর সাথে চলতে গিয়ে, হাত তুলে দেওয়া খুব সহজ এই প্রশ্নের সাথে যে, "একজন মানুষ কি করতে পারে?"

পল আমাদেরকে এর উত্তর দিয়েছেন। ঈশ্বরের ওপর মনোনিবেশ করুন, আশা করুন যে তিনি উত্তর দেবেন, এবং "আরও কঠোরভাবে প্রার্থণা করুন।"

এই গাইডটির সাহায্যে আমরা আপনাকে প্রার্থণা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিশেষত ঈশ্বর পরিচিত হয়ে উঠবেন সারা বিশ্বের সেইসব ১ বিলিয়ন মানুষের কাছে যারা অন্তত নামমাত্র বৌদ্ধ। ২১ শে জানুয়ারী ২০২৪ থেকে শুরু হয়ে, প্রতিটি দিন, আপনি বিভিন্ন জায়গার বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা এবং প্রভাব সম্পর্কে কিছু শিখবেন।

এই প্রার্থণা গাইডটি ৩০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং সারা বিশ্বজুড়ে ৫,০০০টিরও বেশী প্রেয়ার নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। আপনি আমাদের বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের জন্য মধ্যস্থতায় প্রায় ১০০ মিলিয়নেরও বেশী যীশু অনুসরণকারীদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রতিদিনের অনেক প্রোফাইল-ই একটি নির্দিষ্ট শহরকে ফোকাস করে করা হয়েছে। এটা ইচ্ছাকৃত। যে শহরগুলির বর্ণনা করা হয়েছে সেই একই শহরে আন্তর্ভৌম গীর্জার প্রার্থণা দলগুলি আপনি যে দিনগুলিতে প্রার্থণা করবেন সেই দিনগুলিতে সেবা পরিচালনা করবে! সামনের লাইনে থেকে তাদের কাজ করার জন্য আপনার মধ্যস্থতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য, "প্রফুল্লভাবে প্রত্যাশিত", এবং "কঠোরভাবে প্রার্থণা করার জন্য" স্বাগত জানাই।

প্রভু যীশুই পালনকর্তা!

বৌদ্ধধর্ম এর উৎপত্তি

রাজকুমার গৌতম খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আধুনিক নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। একজন স্থানীয় ওঝা শিশুটির শরীরে কিছু চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি বড় হয়ে পুরো পৃথিবীর রাজা হবেন এবং জ্ঞানদীপ্ত হবেন। তার বাবা, চাইতেন গৌতম হয়ে উঠুক একজন মহান শাসক, তিনি তাকে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা প্রদানের মাধ্যমে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

যদিও, ২৯ বছর বয়সে, গৌতম যে প্রাসাদে বাস করতেন তার বাইরের জগতের দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছিলেন। ফলস্বরুপ তিনি মানুষের যন্ত্রণা লাঘবের উপায় খোঁজার জন্য দীর্ঘ ৬ বছর তপস্যা করে কাটিয়েছিলেন। তিনি অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করার জন্য, উদ্দেশ্যহীনভাবে বিভিন্ন কৌশলে ধ্যান করার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে, তিনি ঠিক করেন যে একটি বোধি বৃক্ষের নীচে বসে তপস্যা করবেন যতক্ষণ না তিনি যা খুঁজছেন তার উত্তর পান। যদিও মারা(শয়তান) তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল, তিনি অবিচল ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যা সর্বোচ্চ সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন তা অর্জন করেন। সেই সময় থেকে তিনি “বুদ্ধ” নামে পরিচিত হন, যার অর্থ হল, “যিনি জাগ্রত” বা “যিনি জ্ঞানদীপ্ত”।

পরের পাতায়

বৌদ্ধধর্ম

বুদ্ধের শিক্ষা (যাকে ধর্মা* বলা হয়)

বুদ্ধ জ্ঞানের অনুসন্ধানে তাঁর আসল/আদি সঙ্গীদের খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাদের কাছে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন। অন্যান্য ধর্মের মতন এই ধর্মে কোন সর্বোচ্চ দেবতা নেই। পরিবর্তে, তিনি দিয়েছিলেন “চারটি মহৎ সত্য”:

১. জীবন দুঃখ-কষ্টে ভরা।
২. দুঃখ-কষ্ট শুরু হয় অজ্ঞতা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে।
৩. অজ্ঞতা এবং আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটালেই শুধুমাত্র দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা সম্ভব।
৪. অজ্ঞতা এবং আকাঙ্ক্ষা অবসানের উপায় হল “মধ্যপথ” বা “অষ্টাঙ্গিক মার্গ”।

বুদ্ধের মতে “দুর্ভোগ” বা দুর্দশা তৈরি হয় অস্থায়ী নশ্বর জিনিসের প্রতি আমাদের আঁকড়ে থাকার প্রবণতা এবং আরও পাওয়ার জন্য লালসার কারণে যা আমাদের সকলকে মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের মত একটি চলমান প্রক্রিয়ায় আটকে রাখে, যেখানে সবকিছুই এমনকি একজন নিজেও, হল অস্থায়ী নশ্বর এবং একটি বিভ্রম। পুনর্জন্মের এই অন্তহীন চক্র থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হল “মধ্যপথ অনুসরণ করা”, চরম অবস্থা এড়িয়ে চলা এবং সঠিক বোঝাপড়া, চিন্তাভাবনা, কথাবার্তা, আচরণ, জীবিকা, প্রচেষ্টা, মননশীলতা এবং সর্বশেষে সঠিক একাগ্রতার সাথে জীবনযাপন করা। শেষ-লক্ষ্য হল ঈশ্বরের সাথে চিরন্তন যোগাযোগ নয়, বরং একটি মোমবাতির শিখার মতন নিভে যাওয়া— এমন একটি অবস্থা যেখানে লালসা শেষ হয়ে যায়।

আজকের দিনে প্রকৃত বৌদ্ধ চর্চা

মানুষেরা বৌদ্ধধর্মকে তাদের নিজস্ব লোকধর্ম হিসাবে মনে করে, যদিও এই ধর্ম কোন সর্বোচ্চ দেবতার সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন বলা যায়, এটি একটি কম্বলের মতন যা বিদ্যমান সংস্কৃতির উপরে বিছিয়ে দেওয়া যায় এবং তা তার নীচে যা কিছু আছে সেই সমস্ত কিছুর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে সামঞ্জস্য তৈরী করে নেয়। তিব্বতে, ধ্যানের জন্য শামানবাদ বা ওঝাদের বন ধর্ম বৌদ্ধ মঠগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। বৌদ্ধ থাইল্যান্ডে, সাধারণ লোকেরা ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের ভিক্ষার বাটিতে সিগারেট দেয়; বৌদ্ধ ভূটানে, যদিও, ধূমপান হল পাপ। থাই বৌদ্ধ পরিষদ কঠোরভাবে মহিলাদের অধিগ্রহণকে স্বীকৃতি দেয় না এবং মহিলাদের পবিত্র স্থানে মন্দিরের মাঠে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় না, তবে নেপাল এবং ইংল্যান্ডে মহিলা সন্ন্যাসী নিয়োগ করা হয়। কম্বোডিয়ান বৌদ্ধরা মন্দিরের মধ্যে পরিবেশের যত্ন নিয়ে কোনোরকম আলোচনা করে না, অপরদিকে পশ্চিমের বৌদ্ধরা পরিবেশগত বিষয়কে নিজেদের ধর্ম(ধর্মা) চর্চার অঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

** স্পষ্টতা ও বোঝার সুবিধার জন্য, এই গাইডটিতে পালি বানানের পরিবর্তে, বৌদ্ধ পদগুলির সংস্কৃত বানান ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মা হল সংস্কৃত বানান; পালি বানান হবে ধম্মা।*

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান ধারা রয়েছে: থেরবাদ, মহাযান এবং তিব্বতি।

থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম

এটি শুরু হয় শ্রীলঙ্কা থেকে, যেখানে বুদ্ধের উপদেশ এবং শিক্ষাগুলি প্রথম প্রচলিত হয়েছিল। এর প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত ধ্যান এবং ভাল কাজের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন। মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া এবং লাওস এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম

বুদ্ধকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থগুলির উপর ভিত্তি করে এটি শুরু হয়, যা শিখিয়েছিল যে একজন বোধিসত্ব বা জ্ঞানদীপ্ত সত্তা, অন্য সংবেদনশীল প্রাণীদের তাদের কার্মার যন্ত্রণা (ব্যক্তির অতীত কর্মের ফল) থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য নির্বাণ (মুক্তির চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য)-এ প্রবেশ করতে দেরি করাতে পারে। বৌদ্ধধর্মের এই ধারাটি ঐতিহ্যগতভাবে চীন, জাপান, ভিয়েতনাম এবং কোরীয় উপদ্বীপে প্রচলিত ছিল।

তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম

ধর্মীয় অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনকে ত্বরান্বিত করার এবং স্বর্গীয় বোধিসত্ত্বগুলিকে কল্পনা করার উপর লক্ষ্য স্থির করে, এটি খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে শুরু হয়।
সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন ধারা গ্রহণ করেছে যার প্রাথমিক লক্ষ্য হল আভ্যন্তরীণ শান্তি অনুসন্ধান। কেউ কেউ থেরবাদ মঠে যোগ দিয়েছেন, ধ্যানের মাধ্যমে এবং আচরণের পাঁচটি মৌলিক নিয়ম অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক শুদ্ধি চান। অন্যরা তিব্বতি লামা (সাধু/ভিক্ষু) এর কাছে নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছে, তিব্বতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করছে এবং জপ শিখছে। এখনও অনেকেই পশ্চিমের ধারা অনুসরণ করে যা বৌদ্ধধর্মের পশ্চিমী ধারণার সাথে এশিয়ান ঐতিহ্যকে মিশ্রিত করেছে। তারা অনেকেই তাদের পুরানো পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং রোজকার সাধারণ জামা-কাপড় পরছেন, কিন্তু তারা কিছু সময় ধ্যান করেন এবং রিট্রিটে অংশ নেন।

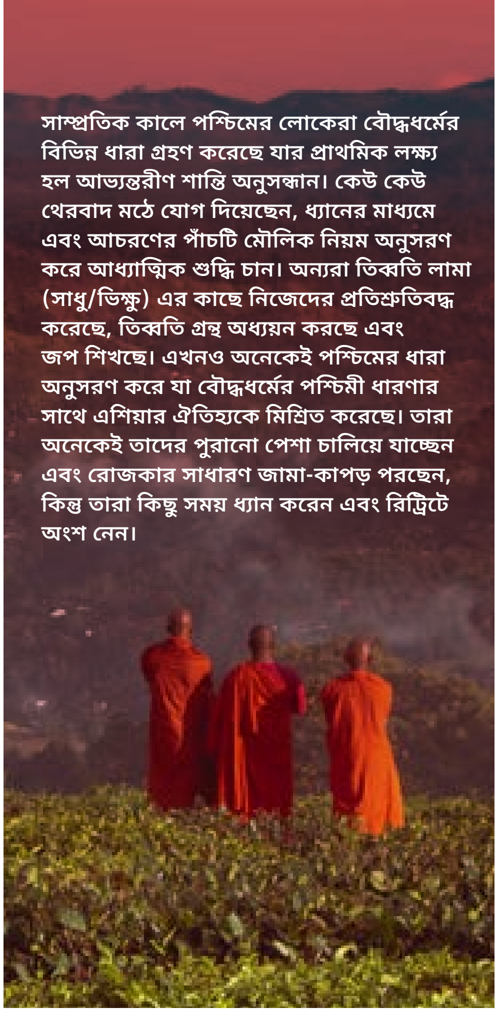

১,০০০,০০০ এরও বেশী বৌদ্ধ বাস করে যে দেশগুলিতে

দেশ	দেশের জনসংখ্যা ২০২০	বৌদ্ধ জনসংখ্যা ২০২০	শতকরা হার ২০২০
চীন	১,৪৩৯,৩২৪,০০০	২২৮,১১৭,০০০	১৫.৮%
জাপান	১২৬,৪৭৬,০০০	৭০,৫৩৯,০০০	৫৫.৮%
থাইল্যান্ড	৬৯,৮০০,০০০	৬০,৮৪৬,০০০	৮৭.২%
ভিয়েতনাম	৯৭,৩৩৯,০০০	৪৭,৩৩৪,০০০	৪৮.৬%
মায়ানমার	৫৪,৪১০,০০০	৪০,৪৬৯,০০০	৭৪.৪%
শ্রীলঙ্কা	২১,৪১৩,০০০	২১,৪১৩,০০০	৬৮.০%
কম্বোডিয়া	১৬,৭১৯,০০০	১৪,৩৮০,০০০	৮৬.০%
দক্ষিণ কোরিয়া	৫১,২৬৯,০০০	১২,৬৩৭,০০০	২৪.৬%
ভারত	১,৩৮০,০০৪,০০০	৯,৭৯৯,০০০	০.৭%

দেশ	দেশের জনসংখ্যা ২০২০	বৌদ্ধ জনসংখ্যা ২০২০	শতকরা হার ২০২০
তাইওয়ান	২৩,৮১৭,০০০	৬,৩০৪,০০০	৩৬.৫%
আমেরিকা	৩৩১,০০৩,০০০	৪,৩০০,০০০	১.৩%
লাওস	৭,২৭৬,০০০	৩,৮১৫,০০০	৫২.৪%
নেপাল	২৯,১৩৭,০০০	৩,৫৪৬,০০০	১২.২%
ইন্দোনেশিয়া	২৭৩,৫২৪,০০০	২,১৮৫,০০০	০.৮%
মঙ্গোলিয়া	৩,২৭৮,০০০	১,৯০৬,০০০	৫৮.১%
মালয়েশিয়া	৩২,৩৬৬,০০০	১,৭১২,০০০	৫.৩%
বাংলাদেশ	১৬৪,৬৮৯,০০০	১,১৮২,০০০	০.৭%
হংকং	৭,৪৯৭,০০০	১,১৭০,০০০	১৫.৬%

তথ্য সূত্র: টড এম. জনসন এবং ব্রায়ান জে. গ্রিম, ইডিএস., বিশ্ব ধর্মীয় ডেটাবেস, (লেইডেন/বস্টন: ব্রিল, নেওয়া হয়েছে অক্টোবর ২০২২-এ)

ব্যাংকক

২১শে জানুয়ারি

“এবং রাজ্যের এই সুসমাচার সমগ্র বিশ্বে প্রচার করা হবে।”

ম্যাথিউ ২৪:১৪ (কেজেভি)

ব্যাংকক, থাইল্যান্ডের রাজধানী, এখানকার অলঙ্কৃত মন্দির এবং প্রাণবন্ত রাস্তাঘাটের জন্য এই শহর বেশী পরিচিত। এখানকার মোট বাসিন্দা ১১ মিলিয়নের কিছু বেশী, যার মধ্যে প্রায় ৯০% মানুষ বৌদ্ধধর্ম পালন করেন।

এই শহরের উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলি হল রাতানাকোসিন রাজকীয় জেলা, যেখানে রয়েছে সমৃদ্ধশালী জমকালো রাজপ্রাসাদ এবং এখানকার পবিত্র ওয়াট ফ্রা কেউ মন্দির। এর কাছাকাছি রয়েছে ওয়াট ফো মন্দির, যেখানে একটি সুবিশাল হেলান দেওয়া বুদ্ধমুর্তি রয়েছে, এবং বিপরীত তীরে রয়েছে, ওয়াট অরুণ মন্দির। যেখানকার সিঁড়ির ধাপগুলি খুব খাঁড়াই এবং এর চূড়াগুলি খেমার স্থাপত্য শৈলীতে তৈরি।

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটক গন্তব্যস্থল ব্যাংকক, গত ৩০ বছরে অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শহরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০% এর বয়স ২০ বা তাঁর নীচে। এই শহরের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল শিক্ষা এবং কাজের জন্য ক্রমাগত গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা তরুণের দল।

সমগ্র থাইল্যান্ড এবং ব্যাংকক জুড়ে যৌন ব্যবসা এবং মানব পাচারের ব্যবসা সক্রিয় রয়েছে, সরকার থেকে এই ব্যবসাগুলিকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও। অনুমান করা হয় যে এই দেশে প্রায় ৬০০,০০০ এরও বেশী মানুষ এই পাচারের শিকার। যার মধ্যে বেশিরভাগই হল শিশু যারা ব্যাংককের অসংখ্য পতিতালয়ে আটকে পড়েছে এবং যৌন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

সম্প্রদায়: ২১টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- ঈশ্বরের প্রশংসা করুন যে জাতীয় নেতাদের কাছে এখন থাইল্যান্ডের ৮০,০০০ গ্রাম এবং আশেপাশের প্রত্যেকটিতে সুসমাচার পোঁছে দেওয়ার সাহসী লক্ষ্য রয়েছে!
- জাতীয় নেতাদের পরিকল্পনার জন্য প্রার্থণা করুন: একটি জাতীয় প্রার্থণা নেটওয়ার্ক এবং স্থানীয় নেতাদের বিকাশ এর পরিকল্পনা।
- গীর্জার বৃদ্ধিতে একটি অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করুন, যার জন্য অনেক গীর্জা এবং মিশন নেতারা মনে করছেন যে থাইল্যান্ড প্রস্তুত।
- প্রার্থণা করুন যে থাইল্যান্ডের ধর্মীয় স্বাধীনতা, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশের চেয়ে বেশি, তা যেন অব্যাহত থাকে।

মোট বাসিন্দা ১১ মিলিয়নের কিছু বেশী, যার মধ্যে প্রায় ৯০% মানুষ বৌদ্ধধর্ম পালন করেন।

বেইজিং

২২শে জানুয়ারি

"সব দেশের মধ্যে তাঁর মহিমা ঘোষণা করুন, সমগ্র জাতির মানুষের মধ্যে তাঁর আশ্চর্যের কথা ঘোষণা করুন।"

১ ক্রোনিক্যালস ১৬:২৪ (এনকেজেভি)

পিপলস্ রিপাবলিক অফ চায়না বা গণপ্রজাতন্ত্রী চীন-এর বিস্তৃত রাজধানী শহর হল বেইজিং। এটি হল বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল রাজধানী শহর, এখানে প্রায় ২১ মিলিয়নেরও বেশী বাসিন্দা রয়েছে। বেইজিং-এর মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হল হান চাইনিজ। হুই (চাইনিজ মুসলমান), মাঞ্চুস, এবং মঙ্গোল হল এখানকার বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

প্রায় ৩,০০০ বছরেরও বেশী আগে প্রতিষ্ঠিত, এই শহরটি প্রাচীন স্থাপত্য এবং আধুনিক শৈলীর এক অনন্য মিশ্রণ। বেইজিং-এর সবচেয়ে পরিচিত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম হল তিয়ানানমেন স্কোয়ার পেডেস্ট্রিয়ান প্লাজা, যেখানে রয়েছে মাও জেদং এর সমাধি। এই স্কোয়ার-এর সংলগ্ন অঞ্চলটি হল নিষিদ্ধ শহর, যেখানে রয়েছে অনেক প্রাসাদ এবং রাজপ্রাসাদ যা ৫০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে চীনের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল।

এখানে এই নিষিদ্ধ শহরের ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনই তার উল্টোটাও রয়েছে তিয়ানানমেন স্কোয়ার-এর পশ্চিম দিকে একটি সুবিশাল গ্রেট হল অফ পিপলস্। প্রায় ১.৮৫ মিলিয়ন স্কোয়ার ফুটেরও বেশী জায়গা জুড়ে, যা প্রায় দুটি শহরের সমান। গ্রেট হলটি হল জাতীয় জনতা কংগ্রেস বা ন্যাশনাল পিপলস্ কংগ্রেস এবং সরকারী অফিসের আবাসস্থল।

বেইজিং-এ সরকারি অনুমোদিত গীর্জা থাকা সত্ত্বেও, সেখানে যারা প্রার্থণা করতে যায় পুলিশ তাদের ওপর সতর্কভাবে নজরদারি চালায়। ২০১৯ সাল থেকে আন্তর্ভৌম খ্রীস্টান গীর্জাগুলির উপর নিপীড়ন বেড়েছে, অনেক বাড়ি গীর্জা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোভিডের সময় কড়া নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে বাড়ি গীর্জাগুলির কাজ করার ক্ষমতাও সীমিত ছিল।

সম্প্রদায়: ৫টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- বেইজিংয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫০টি নতুন খ্রীস্ট-উচ্চারণকারী বহুগুণ বৃদ্ধিকারী হাউস চার্চের জন্য প্রার্থণা করুন।
- চাইনিজ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং চাইনিজ জিনিউতে বাইবেলের জন্য প্রার্থণা করুন।
- লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ বাসিন্দাদের জন্য প্রার্থণা করুন যারা বেইজিংয়ের মতো চীনের নগর কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক তাদের পরিবারকে সমর্থন করতে পারে না এবং মৌলিক সামাজিক পরিষেবা বা শিক্ষার সুযোগ ছাড়াই শহরগুলিতে চলে আসে, যা অতিরিক্ত ভিড় এবং বেকারত্ব তৈরি করে।
- অনাচার এবং গর্ভপাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করুন (চীনে প্রতি বছর ১৩ মিলিয়ন গর্ভপাত হয়)।

২০১৯ সাল থেকে আন্তর্ভৌম খ্রীস্টান গীর্জাগুলির উপর নিপীড়ন বেড়েছে, অনেক বাড়ি গীর্জা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ভুটান

২৩শে জানুয়ারি

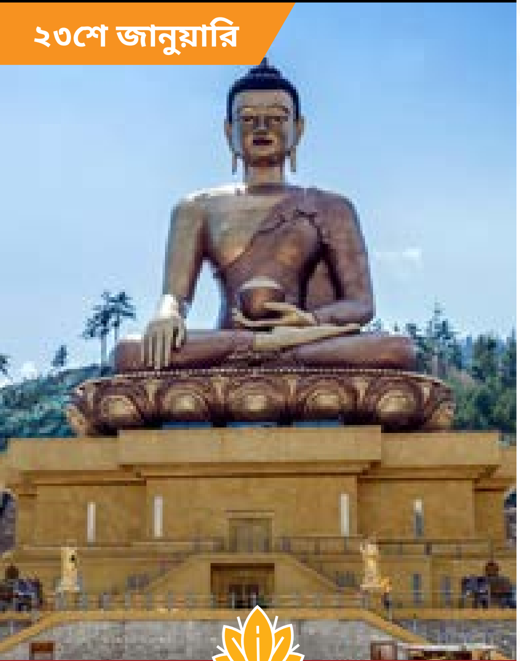

"মানুষের যুক্তির দুর্গগুলিকে ভেঙে ফেলার জন্য এবং মিথ্যা যুক্তিগুলিকে ধ্বংস করতে, আমরা ঈশ্বরের শক্তিশালী অস্ত্রগুলি ব্যবহার করি, পার্থিব অস্ত্র নয়।"

রোমানস ১০:৪ (এনএলটি)

ভুটান হিমালয়ের কোলে অবস্থিত একটি ছোট্ট দেশ। তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্ম ভুটানি সংস্কৃতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। ভুটানকে পৃথিবীর অন্যতম সুখী দেশ হিসাবে চিত্রিত করা হয়, যদিও ভুটানি মানুষদের জীবন কিন্তু ভয়ে ভরা। এই ভয় হল স্থানীয় দেব-দেবীদের তুষ্ট করা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্দ আত্মাকে দূরে সরিয়ে রাখা। এখানকার বয়স্কদের অধিকাংশ সময়েই তূরীয় অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, যারা বসে বসে শুধু প্রেয়ার হুইল ঘোরায় এবং মৃত্যুর পর ভালো জীবনের আশায় মন্ত্র জপ করে।

ভুটান শুধুমাত্র তার ভৌগলিক অবস্থানের কারণেই নয়, বহিরাগতদের সন্দেহের কারণেও বাইরের পৃথিবী থেকে বিছিন্ন। এখানে ভিসার খরচ প্রতিদিন ২৫০ ডলার, এবং পর্যটকদের অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড গাইড সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে। কোন একটি মন্দির বা অন্যান্য জায়গা দর্শন করার জন্য বিশেষ পারমিট বা অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

ভুটানে খ্রীস্টান ধর্ম অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এখানে খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার অর্থ হল চাকরি হারানো এবং পরিবার ও বন্ধুদের দ্বারা অস্বীকৃত হওয়া অর্থাৎ একঘরে হয়ে যাওয়া। একটি বাড়ি গীর্জা স্থাপন অথবা যীশুর ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এমনকি একজন বন্ধুর সাথেও যদি আলোচনা করা হয় তাহলে তার পরিণামে জেল পর্যন্ত হতে পারে।

এখানে তিব্বতি বৌদ্ধদের একটি নতুন দল তৈরি হয়েছে যারা যীশুর দিকে ফিরেছে, বর্তমানে এদের সংখ্যা ১,০০০ জনেরও কম।

প্রার্থনা করার উপায়:

- প্রার্থনা করুন যে ছোট কিন্তু ক্রমবর্ধমান যীশুর অনুসরণকারী দল তাদের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকবে এবং যারা সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছে তাদের সাথে সুসংবাদ জানাতে সাহসী হবে।
- ভুটান জুড়ে একটি বিশাল বহিঃপ্রকাশ তৈরি করতে পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থণা করুন যা যীশুর দর্শন এবং সমাজের প্রতিটি বিভাগে একটি আধ্যাত্মিক উন্মুক্ততা তৈরি করতে সাহায্য করবে।
- মৌখিক গল্প এবং ঐতিহ্যগত শিল্পধারার মাধ্যমে সুসমাচার শেখানোর জন্য প্রার্থনা করুন কারণ এখানে সাক্ষরতা কম এবং তাদের ভাষায় সুসমাচার প্রচারের সরঞ্জামগুলি খুব সীমিত।

যীশুর ভালবাসা ভাগ করে নেওয়ার অভিপ্রায়ে একটি বাড়ি গির্জা স্থাপন করা বা এমনকি বন্ধুদের সাথে একবার দেখা করার জন্যও জেল হতে পারে।

বৌদ্ধ প্রবাসী

২৪শে জানুয়ারি

"যখন কোন বিদেশী তোমার দেশে তোমার সাথে বাস করে, তখন তার সুবিধা নিও না। বিদেশীর সাথে দেশীয় হিসাবে একই আচরণ করো। তাকে নিজের মতো ভালবাস। মনে রেখো তুমি একসময় মিশরে বিদেশী ছিলে। আমিই ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর।"

লেভিটিকাস ১৯:৩৩-৩৪ (এমএসজি)

বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণকারীদের অনেকেই দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। এদের মধ্যে ঋণ পরিশোধের জন্য বাচ্চাদের বিক্রি করে দেওয়া এবং মদ্যপান হল একটি সাধারণ সমস্যা এবং জীবন হল 'মেধা অর্জনের' নিরন্তর প্রচেষ্টা।

যখন কাজ বা শিক্ষার জন্য অন্য কোন দেশে যাওয়ার সুযোগ আসে, তখন তরুণ বৌদ্ধরা তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে নেয়। কেউ কেউ তাদের আগে বিদেশে চলে যাওয়া আত্মীয়ের সাহায্য নিয়ে সেই দেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। অনেক তরুণী বিদেশি নাগরিকদের বিয়ে করে তাদের দেশে চলে যায়।

যদিও, প্রায়শই, বৌদ্ধরা তাদের নতুন অবস্থানে পৌঁছানোর পর সেখানকার নতুন সংস্কৃতিতে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া খুব কঠিন বলে মনে করে। ভাষা এবং রীতিনীতিগুলি এতই আলাদা, এবং তাদেরকে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় বা কখনও কখনও তারা বৈষম্যেরও শিকার হয়।

বৌদ্ধ মন্দিরগুলি হয়ত কিছু পরিচিত প্রথা প্রদান করে, কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একাকীত্ব এবং হতাশা দূর করার জন্য খুব বেশী কিছু করতে পারে না।

এখানকার অধিকাংশ লোকেরাই আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করে শুধুমাত্র তখনই যদি কেউ সময় নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়।

আপনি কিভাবে আপনার শহরের বৌদ্ধদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন এবং আপনার প্রভু যীশুর গল্প ও সুসমাচারের বার্তা ভাগ করে নেবেন?

প্রার্থনা করার উপায়:

- প্রার্থনা করুন যে পশ্চিমের যীশু অনুসরণকারীরা সক্রিয়ভাবে তাদের মধ্যে বৌদ্ধদের সন্ধান করবে এবং শান্তির যুবরাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।
- প্রার্থনা করুন যে বিদেশে বৌদ্ধ পটভূমিতে বসবাসরত বিশ্বাসীরা শিষ্য হয়ে উঠবে এবং দেশে ফিরে তাদের পরিবারকে বলবে, যাতে তারাও শিষ্য হতে পারে।

বৌদ্ধ মন্দিরগুলি হয়ত কিছু পরিচিত প্রথা প্রদান করে, কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একাকীত্ব এবং হতাশা দূর করার জন্য খুব বেশী কিছু করতে পারে না।

চেংদু

২৫শে জানুয়ারি

"তারা সমগ্র জাতির মধ্যে আমার মহিমা ঘোষণা করবে।"

ঈশা ৬৬:১৯ (এনআইভি)

চেংদু হল দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের সিচুয়ান প্রদেশের রাজধানী। এখানকার জনসংখ্যা হল ১৬.৫ মিলিয়ন এবং এখানকার ইতিহাস কমপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের আগে প্রায় ৪০০ বছরেরও বেশী পুরানো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, চেংদু সংক্ষিপ্তভাবে ন্যাশনাল রিপাবলিকান গভর্মেন্ট বা জাতীয়তাবাদী প্রজাতান্ত্রিক সরকার-এর আবাসস্থল ছিল যতদিন না পর্যন্ত তা তাইপেই-এ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পিআরসি-এর অধীনে, চেংদু একটি প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র এবং একটি প্রতিরক্ষা শিল্পকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সায়েন্টিফিক রিসার্চ আউটপুট-এর র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী এটি বিশ্বের ৩০টি শীর্ষ শহরগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। ফরচুন ৫০০ কোম্পানীগুলির মধ্যে প্রায় ৩০০ টিরও বেশী কোম্পানী চেংদু-তে তাদের শাখা স্থাপন করেছে।

চেংদু হল চীনের নতুন নগর পরিকল্পনা মডেল শহরগুলির মধ্যে একটি: "দ্য গ্রেট সিটি" বা অসাধারণ শহর। এটি হল হাইপার-ডেনস্ বা অতিঘনত্ব যুক্ত স্যাটেলাইট শহর যেখানে শহর থেকে যেকোন প্রান্তের দূরত্ব হবে মাত্র ১৫ মিনিটের হাঁটা পথ। এই পরিকল্পনাটি করা হয়েছে যাতে সমস্ত বাসিন্দাদের একটি সাশ্রয়ী মূল্যের উচ্চ-মানের জীবনধারা প্রদান করা যায়।

চেংদু-র জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল হান চাইনিজ, কিন্তু সেইসঙ্গে ৫৪টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও এখানে বসবাস করে। তাদের সংখ্যা শহরের মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ। বৌদ্ধধর্ম হল এখানকার প্রাথমিক ধর্ম, তার সঙ্গে কনফুসিয়াসের মতবাদও প্রচলিত। এখানে খ্রীস্টান প্রভাব খুব কমই আছে।

সম্প্রদায়: ১৯টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- এই শহরে আত্মার নেতৃত্বে বহুগুণ বৃদ্ধিকারী ৫০টি বাড়ি গীর্জার ১৯জন গোষ্ঠীর প্রতিটির জন্য প্রার্থনা করুন!
- মাওও এবং মিয়াঞ্চি কিয়াং ভাষায় বাইবেলের জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন যে পশ্চিমের ব্যবসায়ীদের প্রভাব যীশুকে তাদের চেংদু সমকক্ষদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেবে।

বৌদ্ধধর্ম হল প্রাথমিক ধর্ম, যার সাথে কনফুসিয়াস এর মতবাদও প্রচলিত। এখানে খ্রীস্টান প্রভাব খুব কমই আছে।

চংকিং

২৬শে জানুয়ারি

"কিন্তু ভাল মাটিতে পড়া বীজ বোঝায়
এমন একজনকে যে বাণী শোনে এবং বোঝে।"

ম্যাথিউ ১৩:২৩ (এনআইভি)

চংকিং হল নগর জনঘনত্বের দিক থেকে চীনের চতুর্থ বৃহত্তম শহর, ২০২০ সালের জনগণনা অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ১৬.৩৪ মিলিয়ন। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের ইয়াংজি এবং জিয়ালিং নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই শহরটি, চীনের বিস্তৃত পশ্চিম কেন্দ্রীয় অংশের প্রধান শিপিং হাব।

এই শহরের ইতিহাস ৩,০০০ বছরেরও বেশী পুরানো, চংকিং চীনের পশ্চিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং কৌশলগত কেন্দ্র। ২১ শতকের গোড়ার দিকে চংকিং ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল শহর। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প "পশ্চিমে যাও" এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল চংকিং।

চংকিং হল একটি উৎপাদন কেন্দ্র, চীনের অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানে অনেক বেশী অটোমোবাইল বা মোটরগাড়ি উৎপাদিত হয়। এছাড়াও ২০২০ সালে এখানে ৮ মিলিয়ন মোটরসাইকেল, ২৮০ মিলিয়ন মোবাইল ফোন এবং ৫৮ মিলিয়ন ল্যাপটপ উৎপাদিত হয়েছিল। এই দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে নির্মাণ করা হয়েছে দ্য থ্রি গর্জেস ড্যাম।

চীনের অন্যান্য শহরগুলোর মতই, ক্রমাগত গ্রাম থেকে আসা মানুষের আগমন এখানেও একটি সুস্পষ্ট সম্পদ বৈষম্য তৈরি করেছে। এই শহরে প্রায় ১ মিলিয়ন সাধারণ কর্মী রয়েছে যাদের দৈনিক গড় আয় ৫০ ইউয়ান (৬.৮৫ ডলার)।

সম্প্রদায়: ৩টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- রাজনৈতিক ন্যায্যতা, আর্থিক স্বচ্ছতা এবং এই অঞ্চলের কয়েক মিলিয়ন মানুষের দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার জন্য পরিবেশগত দায়িত্বের সাথে পরিচালিত এই অবিশ্বাস্য উন্নয়নের জন্য প্রার্থনা করুন।
- চংকিং-এ গীর্জার বৃদ্ধি স্থির, দৃঢ়, এবং উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত এমনকি এই ক্রমবর্ধমান অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়েও দ্রুত। প্রার্থনা করুন যেন নেতারা নতুন বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে।
- অত্যাধুনিক ফেসিয়াল রিকগনিশন ক্যামেরা এবং সফ্টওয়্যার এখন সমস্ত রাষ্ট্র-অনুমোদিত গীর্জায় ইনস্টল করা প্রয়োজন। আন্তর্ভৌম গীর্জার নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা গুরুতর নিপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছেন।

৩,০০০ বছরের ইতিহাসের সাথে, চংকিং চীনের পশ্চিমে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত কেন্দ্র।

হ্যাংজু

২৭শে জানুয়ারি

“আমরা যা দেখেছি এবং শুনেছি সে সম্পর্কে কথা বলতে আমরা সাহায্য করতে পারি না।”

অ্যাক্টস ৪:২০ (এনআইভি)

সমগ্র চীনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর শহর বলে বিবেচিত, হ্যাংজু হল ঝেজিয়াং প্রদেশের রাজধানী। এই শহরটি বেইজিং থেকে উৎপন্ন সুপ্রাচীন গ্র্যান্ড ক্যানাল জলপথের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। হ্যাংজু চীনের সাতটি প্রাচীনতম রাজধানীগুলির মধ্যে একটি এবং চীনের পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিদর্শিত শীর্ষস্থানীয় শহরগুলির মধ্যে অন্যতম।

পশ্চিমের লেক এলাকাটি ৯ম শতাব্দী থেকে কবি এবং শিল্পীদের কাছে একটি জনপ্রিয় থিম। এখানে প্রায় ৬০টিরও বেশি সাংস্কৃতিক স্থান, নৌকা করে পৌঁছানো যায় এমন অসংখ্য দ্বীপ, মন্দির, প্যাভেলিয়ন, সাজানো বাগান এবং আর্চ বা খিলানযুক্ত সেতু রয়েছে। মার্কো পোলো, হ্যাংজু পরিদর্শনের পর, একে বিশ্বের সেরা এবং সবচেয়ে বিলাসবহুল শহর হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

হ্যাংজু ২০২৩ এশিয়ান গেমসের আয়োজক দেশ ছিল। এখানে স্থায়ীভাবে ওয়ার্ল্ড লেইজার এক্সপো, চায়না ইন্টারন্যাশনাল অ্যানিমেশন ফেস্টিভাল এবং চায়না ইন্টারন্যাশনাল মাইক্রো ফিল্ম ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয়।

যদিও বাসিন্দারা ম্যান্ডারিন ভাষায় কথা বলে, তবে প্রচলিত হল ‘উ’ উপভাষাটি যা পূর্ব চীনের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ব্যবহৃত হয়। গ্রামীণ এলাকা থেকে শ্রমিক এবং ছাত্রদের আগমন ঐতিহ্যবাহী এই ভাষার ব্যবহারকে স্থায়ী করেছে।

হ্যাংজু-কে ধর্মের মরুদ্যান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যদিও বৌদ্ধধর্ম প্রধান, তবে তাওবাদ, ইসলাম এবং খ্রীস্টান ধর্মের প্রচলনও রয়েছে। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতালগুলি ক্যাথলিক আদেশ এবং প্রেসবিটারিয়ান মিশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও ২০০০ দশকের গোড়ার দিকে খ্রীস্টানদের উপর কিছু নিপীড়ন করা হয়েছিল, তবে আজ সেখানে বেশ কয়েকটি খ্রীস্টান এবং ক্যাথলিক গীর্জায় প্রকাশ্যে সমাবেশ হয়।

সম্প্রদায়: ৫টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- একসাথে উপাসনা করার স্বাধীনতা অব্যাহত রাখার জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন যেন যীশুর সঞ্চয় করুণা কার্যকরভাবে হ্যাংজুতে আসা তরুণ কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে এবং তারা এই বার্তাটি তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
- হাসপাতাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কর্মীদের এবং শিক্ষকদের জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করুন, উভয়ই হ্যাংজু-এর লোকেদের সাথে তাদের কাজ এবং কখন তাদের যীশুর গল্প শেয়ার করবেন তা জানতে পারেন।

হ্যাংজুকে ধর্মের জন্য মরূদ্যান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যদিও বৌদ্ধধর্ম প্রধান, কিন্তু তাওবাদ, ইসলাম এবং খ্রীস্টানধর্মও এখানে প্রচলিত রয়েছে।

হ্যানয়

২৮শে জানুয়ারি

"কিন্তু তুমি শক্তি পাবে যখন পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসবে; এবং জেরুজালেমে, সমস্ত জুডিয়া ও সামরিয়াতে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে তোমরা আমার সাক্ষী হবে।"

অ্যাক্টস ১:৮ (এনকেজেভি)

ভিয়েতনামের রাজধানী, হ্যানয় তার শতাব্দী প্রাচীন স্থাপত্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়, ফরাসি এবং চীনা প্রভাবের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বিশৃঙ্খল পুরানো কোয়ার্টার, যেখানে সরু রাস্তাগুলির দুইপাশে সারি সারি দোকান সাজানো রয়েছে।

একটি প্রধান গন্তব্যস্থল, হ্যানয়ে সুসংরক্ষিত ফরাসী ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম, ক্যাথলিক, কনফুসিয়াসবাদ এবং তাওবাদ-কে উৎসর্গীকৃত ধর্মীয় স্থানগুলিও দেখতে পাওয়া যায়। এখানে গাছের সীমারেখাযুক্ত বুলেভার্ড, ২০টিরও বেশি লেক বা হ্রদ এবং হাজার হাজার ফরাসী ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের জন্য হ্যানয়-কে অনেকসময় "প্রাচ্যের প্যারিস" বলে উল্লেখ করা হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম, মহাযান বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। কিছু ছোট ছোট সম্প্রদায় থেরবাদ এবং হোয়া হাও বৌদ্ধধর্মও পালন করে। বলা হয় যে, জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ যে ধর্ম পালন করে, বিশেষ করে হ্যানয় এবং হো চি মিন শহরের বাইরের গ্রামীণ এলাকায়, তা হল পূর্বপুরুষের উপাসনা এবং আত্মার আরাধনা। অনেক বৌদ্ধ মন্দির প্রথাগত বৌদ্ধ রীতিনীতির সাথে স্থানীয় লোক ঐতিহ্যকেও মিশিয়ে নিয়েছে।

খ্রীস্টান ধর্ম এখানে সংখ্যালঘু, জনসংখ্যার প্রায় ৮%। এদের মধ্যে অধিকাংশই ক্যাথলিক সেইসঙ্গে একটি ছোট প্রোটেস্ট্যান্ট দলও রয়েছে। মূলত ফরাসী মিশনারিদের কারণে জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক বড় অংশ নিয়মিত গীর্জায় আসে, উপাসনা করে, প্রার্থণা এবং ধর্মীয় অধ্যয়নে অংশগ্রহণ করে। এখানকার গীর্জাগুলি শুধুমাত্র উপাসনার স্থানই নয়, বরং শহরের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির পীঠস্থানও বটে।

সম্প্রদায়: ১০টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- প্রার্থনা করুন যেন খ্রীস্টান গীর্জার নেতারা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে সুসমাচারের জীবন রক্ষাকারী বার্তা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতা পায়।
- ভিয়েতনামী প্রবাসীরা অনেককে বিশ্বাসী হতে দেখছে। প্রার্থনা করুন যে এই যীশু অনুসরণকারীরা হ্যানয়ে সুসমাচার ফিরিয়ে আনবে।
- প্রার্থনা করুন যারা হারিয়ে গেছে সুসমাচারের আলো যেন তাদের আশা এবং উদ্দেশ্য প্রদান করে।
- হ্যানয়ের খ্রীস্টান গীর্জাগুলির ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন এবং তাদের কাছে শক্তিশালীভাবে তাদের গীর্জার আশেপাশের এলাকাগুলিতে বিশ্বাস ভাগ করে নেওয়ার সংস্থান রয়েছে।

...অধিকাংশ জনসংখ্যা যে ধর্মীয় রীতি পালন করে, বিশেষ করে হ্যানয় এবং হো চি মিন সিটির বাইরের গ্রামীণ এলাকায়, তা হল পূর্বপুরুষের উপাসনা এবং আত্মার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস।

হো চি মিন সিটি

২৯শে জানুয়ারি

"কোন জিনিসকেই অশুচি বলবেন না যা ঈশ্বর পবিত্র করেছেন।"

অ্যাক্টস ১০:১৫ (এনআইভি)

পূর্বে সাইগন নামে পরিচিত, হো চি মিন সিটি হল ভিয়েতনামের সবচেয়ে জনবহুল শহর যার জনসংখ্যা প্রায় ৯ মিলিয়ন। বহু বছর ধরে ফরাসী ইন্দোচীন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী থাকা এই শহরটি, ১৯৭৫ সালে হো চি মিন -এর সম্মানে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় হো চি মিন সিটি।

এই শহরটি ভিয়েতনামের একটি অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র, জিডিপি-র প্রায় ২৫ শতাংশেরও বেশি এখান থেকেই আসে। এটি অর্থনৈতিক, মিডিয়া, টেকনোলজি, শিক্ষা এবং পরিবহনের একটি প্রধান কেন্দ্র। অনেক মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির অফিস রয়েছে এখানে। এই শহরে আসা আন্তর্জাতিক যাত্রীদের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি তান সন নাট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ আসে।

হো চি মিন সিটি-র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা প্রায় ৯৩ শতাংশই হল জাতিগত ভিয়েতনামি (কিন)। বাসিন্দাদের বাকি অংশ প্রধানত চাইনিজ, কিছু বিক্ষিপ্ত কোরিয়ান, জাপানি, আমেরিকান এবং দক্ষিণ আফ্রিকান প্রবাসী রয়েছে।

এই শহরটি ১৩ টি আলাদা আলাদা ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যেখানে ২ মিলিয়ন বাসিন্দাকে "ধার্মিক" বলে চিহ্নিত করা হয়। তাদের মধ্যে ৬০% হল বৌদ্ধ, তারপর ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট এবং মুসলিম রয়েছে। ভিয়েতনামের সংবিধান, ২০১৩ সালে অনুমোদিত, যা বিশ্বাসের অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাকে মানুষের মৌলিক অধিকার বলে নিশ্চিত করেছে। ২০১৬ একটি বিশ্বাস এবং ধর্ম সংক্রান্ত আইন গ্রহণ করে এই অধিকার রক্ষার জন্য একটি সুদৃঢ় আইনি পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

বিশ্বাসের আপেক্ষিক স্বাধীনতার ফলাফল হল প্রতি বছর এখানে ৮,০০০ টিরও বেশি ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়। ধর্মীয় সংগঠনগুলির ৫০০ টিরও বেশি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, ৮০০ টিরও বেশি সামাজিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং ৩০০ টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সম্প্রদায়: ১২টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- ২০২৩ সালে ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম সহ এই শহরে দুদিনের প্রার্থনামূলক প্রচার-প্রসারের জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রায় ১৪,০০০ এরও বেশী লোক অংশগ্রহণ করেছিল।
- স্থানীয় গীর্জার নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা এই নতুন বিশ্বাসীদের অনুশাসন করছেন।
- সমস্ত শহর জুড়ে এবং ভিয়েতনামের দক্ষিণ অংশে বাড়ি গীর্জার সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন যে ১২ জনের গ্রুপের নেতারা যেন জীবিত যীশুকে জানতে পারে এবং তাদের পুরো দলকে প্রভাবিত করে।
- প্রার্থনা করুন যে ভিয়েতনামে বিশ্বাসের স্বাধীনতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অংশে মিশনারিদের বেড়ে উঠতে এবং প্রশিক্ষণের দিকে নিয়ে যায়।

বিশ্বাসের আপেক্ষিক স্বাধীনতার ফলাফল হল প্রতি বছর এখানে ৮,০০০টিরও বেশি ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়।

হং কং

৩০শে জানুয়ারি

“যেমন পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন, সেইরকম আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি।”

জন ২০:২১ (এনআইভি)

হং কং, দীর্ঘকাল ধরে একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত, এটি ১৯৯৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের একটি প্রশাসনিক অঞ্চলে পরিণত হয়। যদিও এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে রয়ে গেছে, কিন্তু বিগত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হং কং সঙ্কটমুক্ত ছিল না কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত পরিবর্তিত নির্দেশাবলীর সাথে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছে।

হং কং-এর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০% হল হান চাইনিজ। বাকি বাসিন্দাদের অধিকাংশই হল ফিলিপিনো এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা শ্রমিক। জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের কোন ধর্ম নেই বলে চিহ্নিত করা হয়। আর যারা নিজেদের ধার্মিক বলে দাবী করে, তদের মধ্যে ২৮% হল বৌদ্ধ, যেখানে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের মিলিত সংখ্যা হল ১২%।

চীন সরকারের কাছে নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের আগে, হং কং-এ অর্থপূর্ণভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। প্রকাশ্য উপাসনার অনুমতি ছিল এবং ধর্মীয় উপকরণ প্রকাশনা এবং বিতরণ করার কোন বাধা ছিল না।

যদিও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার সমস্যা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলের উপর ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং পর্যটন নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকলেও, শি জিনপিং-এর নেতৃত্বে এখানে ধর্মীয় উপাসনা এবং মিশনের কার্যকলাপের আপেক্ষিক স্বাধীনতা গুরুতরভাবে সীমিত করা হয়েছে।

সম্প্রদায়: ১০টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- যারা ক্রমাগত খ্রীস্টান মিডিয়া তৈরি করছেন এবং ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।
- উন্নত অর্থনীতিগুলির মধ্যে হংকংয়ে সম্পদের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি। প্রার্থনা করুন যে স্থানীয় গীর্জাগুলি থেকে বিদ্যমান এবং নতুন উদ্যোগগুলি যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছাবে।
- প্রার্থনা করুন যে হংকংয়ের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় গীর্জাই যেন প্রয়োজনে তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে সহযোগিতা করবে।
- এই শহরের মিশন কর্মীদের এবং আন্তর্ভৌম গীর্জার নেতাদের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।

যদিও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার সমস্যা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলের উপর ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বাড়িয়েছে।

ভারত

৩১শে জানুয়ারি

"খেয়াল রেখো যে কেউ যেন তোমাকে ফাঁপা এবং প্রতারণামূলক দর্শনের কথায় বন্দী না করে, যা খ্রীষ্টের পরিবর্তে মানব ঐতিহ্য এবং এই বিশ্বের মৌলিক আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে।"

কলোসিয়ানস ২:৮ (এনআইভি)

গৌতম বুদ্ধ নেপালে জন্মগ্রহণ করলেও 'বোধি' বা বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন ভারতে। নৈতিকভাবে কঠোর হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে, তিনি একদিকে হিন্দু ধর্মের চরম তপস্বী শাখা এবং অন্যদিকে সাধারণত লোভ আর শোষণের ফলে যে অনুশীলন তার মধ্যে একটা সাধারণ ভিত্তি খুঁজে বের করার প্রয়াসে "মধ্যপন্থা" অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন।

কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন, এখন, ২,৬০০ বছর পরে, ভারতের হিন্দুরা বুদ্ধের শিক্ষাকে আকর্ষনীয় বলে মনে করছে এবং আবার ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এর কারণ হল জাতিপ্রথা বা বর্ণপ্রথা, যা এখনও সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

মোট জনসংখ্যার ২৫% হল দলিত, যারা তফসিলি জাতি নামে পরিচিত এবং আদিবাসী মানুষ, যারা তফসিলি উপজাতি নামে পরিচিত। এই সব সম্প্রদায়ের মানুষগুলো হাজার হাজার বছর ধরে জাতিপ্রথার কারণে নিগৃহীত হয়ে চলেছে। মহিলারা এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশি নিগ্রহের শিকার। অনুমান করা হয় যে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন শিশু অনাথ, ১১ মিলিয়ন শিশু পরিত্যক্ত (যার মধ্যে ৯০% মেয়ে) এবং ৩ মিলিয়ন শিশু রাস্তায় বাস করে।

ভারতের গীর্জাগুলি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। সনাতন গীর্জাগুলি অ্যাপোস্টেল থমাস-এর দেখানো পথে তাদের ঐতিহ্য বহন করে। অন্যদিকে ক্যাথলিকরা ভারতের সবচেয়ে বড় দল যেখানে প্রায় ২০ মিলিয়ন বিশ্বাসী রয়েছে এবং যারা দরিদ্রদের জন্য কাজের মাধ্যমে সম্মানিত। বিগত ১৫ বছর ধরে খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক (ইভাঞ্জেলিক্যাল) এবং খ্রীষ্টান যাজক (পেন্টেকস্টাল) দের সংখ্যা প্রচুরগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবার একইসময়ে, খ্রীস্টান গীর্জাগুলির উপর অত্যাচারের মাত্রাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ভারতের কিছু অংশে, হিন্দু দাঙ্গাবাজেরা গীর্জা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং যীশু অনুসরণকারীদের হত্যা করেছে। যদিও, এইসব ঘটনার কিছু প্রতিক্রিয়াও ঘটেছে, যেহেতু বিশ্বাসীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই হল নিম্নবর্ণের মানুষ।

প্রার্থনা করার উপায়:

- প্রার্থনা করুন যে দলিত এবং অন্যান্য 'নিম্ন বর্ণের' মানুষেরা যেন বুঝতে পারে যে যীশু সমস্ত মানুষকেই গ্রহণ করেন।
- প্রার্থনা করুন যাতে গীর্জার নেতারা, সব জায়গায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, হিন্দু নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হন।
- যাজক, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক এবং খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থনা করুন।

কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। এখন, ২,৬০০বছর পরে, ভারতের হিন্দুরা বুদ্ধের শিক্ষাকে আকর্ষণীয় মনে করছে এবং আবার ধর্মান্তরিত হচ্ছে।

জাপান

১লা ফেব্রুয়ারি

“সমস্ত পৃথিবী প্রভুকে স্বীকার করবে এবং তাঁর কাছে ফিরে আসবে। সব দেশের সমস্ত পরিবার তাঁর সামনে মাথা নত করবে।”

সাম ২২:২৭ (এনএলটি)

যদিও জাপানকে ঐতিহ্যগতভাবে বৌদ্ধ দেশ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, কিন্তু বাস্তবে জাপান ধীরে ধীরে ধর্মের ঊর্দ্ধে উঠে যাচ্ছে। কিছু বৌদ্ধ চর্চা এখনও অব্যাহত রয়েছে, যেমন পূর্বপুরুষের সমাধি পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, সৌভাগ্যের জন্য তাবিজ ধারণ, এবং স্থানীয় বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে জন্মের নিবন্ধীকরণ। যাইহোক, বেশিরভাগ জাপানি নাগরিক, বিশেষ করে যাদের বয়স ৫০ বছরের নীচে, তারা নিজেদেরকে কোন ধর্মের বিশ্বাসী বলে চিহ্নিত করে না।

এই অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক সমাজে, ধার্মিক হওয়াকে দুর্বল বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ জাপানকে “একটি নীতিহীন অতিশক্তি” বলে অভিহিত করেন। এই অবসাদের একটি ফল উচ্চ আত্মহত্যার হার, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। প্রতি বছর প্রায় ৩০,০০০ এরও বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে।

অনেক জাপানি শিন্টোধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং জাদুবিদ্যা বা চিন্ময়জগত তত্ত্ব (অ্যানিমিস্টিক) অনুশীলন করে এবং কোনরকম দ্বন্দ্বের বিষয়ে উদ্বেগ ছাড়াই তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাস তৈরি করে। এই বিশ্বাস ব্যবস্থায় সবচেয়ে জোড়ের দিক হল ঈশ্বর সবকিছুতে আছেন এমনকি পাথর, গাছ, মেঘ এবং ঘাসেও।

যেহেতু জাপানে খুব কম খ্রীস্টান আছে, তাই এখানে বাইবেল এবং অন্যান্য বিশ্বাস ভিত্তিক সাহিত্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এবং এই একই কারণে বর্তমান যাজক যারা রয়েছেন তারা অত্যন্ত বৃদ্ধ কিন্তু তবুও অবসর নিতে পারছেন না যেহেতু তাদের জায়গায় দায়িত্ব নেওয়ার মতন কেউ নেই।

জাপানে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই হল নারী। পুরুষরা এত বেশী ঘন্টা কাজ করে যে ধর্মের জন্য তাদের কোন সময় নেই। এটি একটি স্ব-শক্তিশালী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়— গীর্জায় অল্প সংখ্যক পুরুষের উপস্থিতি এই ভুল ধারণাটিকে নিশ্চিত করে যে গীর্জাগুলি হল প্রধানত মহিলাদের যাওয়ার জায়গা।

প্রার্থনা করার উপায়:

- বিশ্বের সর্বনিম্ন জন্মহার এবং সর্বোচ্চ আয়ু সহ, জাপান দ্রুত বয়স্ক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ হতে চলেছে। আরও খ্রীস্টান নার্সিং হোম এবং ধর্মশালা এবং অন্যান্য দেশ থেকে আরও খ্রীস্টান স্বাস্থ্যকর্মীদের এখানে এসে শূণ্যপদ পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন বিভ্রমের আত্মাকে অপসারণ করে যা মানুষকে তন্ত্রবিদ্যার উপাসনার দিকে নিয়ে যায়।
- জাপানে নতুন প্রজন্মের খ্রীস্টান নেতা গড়ে ওঠার জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন যে জাপানি পুরুষরা যেন বিশ্বাসী পুরুষদের সাথে সম্পর্কের দুর্বলতার সাংস্কৃতিক বাঁধাধরা ধারণা কাটিয়ে উঠতে পারে।

জাপানে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই হল নারী। পুরুষরা এত বেশী ঘন্টা কাজ করে যে ধর্মের জন্য তাদের কোন সময় নেই।

নম পেন

২রা ফেব্রুয়ারি

"আমি তোমাকে অ-ইহুদীদের জন্য আলো বানিয়েছি, যাতে তুমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিত্রাণ আনতে পার।"

অ্যাক্টস ১৩:৪৭ (ইএসভি)

কম্বোডিয়ার রাজধানী এবং সর্বাধিক জনবহুল শহর হল নম পেন, এখানে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। ফরাসী ঔপনিবেশিকদের সময় থেকেই এই শহরটি জাতীয় রাজধানী ছিল। এখানকার দুটি প্রধান নদী মেকং এবং টনলে স্যাপ -এর সংযোগস্থলে অবস্থিত এই শহরটি, দেশের শিল্পকেন্দ্র, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

নম পেন বিশেষভাবে পরিচিত এখানকার অলঙ্কৃত রাজ প্রাসাদ-এর জন্য, এছাড়াও এখানে রয়েছে একটা বড় আর্ট ডেকো সেন্ট্রাল মার্কেট, টুওল স্লেং জেনোসাইড মিউজিয়াম, এবং ওয়াট নম ডন পেন বৌদ্ধ মন্দির।

১৯৭৫ সালে যখন খেমার রুজ কম্বোডিয়ার ক্ষমতায় আসে, তারা জোর করে নম পেনের সমস্ত অধিবাসীদের শহর খালি করে দিতে বাধ্য করে এবং বাসিন্দাদের গ্রামাঞ্চলে তাড়িয়ে দেয়। এই শহরটি কার্যত পুরো ফাঁকা হয়ে ছিল যতদিন না পর্যন্ত ১৯৭৯ সালে ভিয়েতনামি বাহিনী কম্বোডিয়া আক্রমণ করে এবং খেমার রুজদের ক্ষমতাচ্যুত করে।

তারপর নম পেন ধীরে ধীরে আবার পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করে। কিন্তু যেহেতু কম্বোডিয়ার শিক্ষিত শ্রেণীকে খেমার রুজরা ধ্বংস করে দিয়েছিল, এই শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরুদ্ধার হতে দীর্ঘকাল ধরে একটি কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছিল।

কম্বোডিয়ার ৯৭ শতাংশেরও বেশি মানুষ খেমার এবং তারা অপ্রতিরোধ্য থেরবাদ বৌদ্ধ। যদিও, এখানে এখন ধর্মপ্রচারক খ্রীস্টান (ইভাঞ্জেলিক্যাল) দের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জোশুয়া প্রকল্প অনুযায়ী, বর্তমানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২% খ্রীস্টান কিন্তু বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৮.৮%।

সংবিধানে বিশ্বাস এবং ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তা যেন অন্য কারো বিশ্বাস এবং ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ না করে এবং জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে। ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মপ্রচার অথবা লাউডস্পিকার/মাইক ব্যবহার করে ধর্মান্তকরণের কার্যকলাপ করা নিষিদ্ধ। তবে মিশনগুলো যে উন্মুক্ত সহায়তা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত করে সেগুলিকে উৎসাহিত করা হয়।

সম্প্রদায়: ১১টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- মূর্তিপূজা এবং পূর্বপুরুষের উপাসনা করার চেতনার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন যা খেমারবাসীকে অন্ধকারে আবদ্ধ করে রেখেছে।
- নম পেনের তরুণদের জন্য প্রার্থনা করুন, যাদের অনেকেই সুখের উৎস হিসেবে বস্তুগত সম্পদের পেছনে ছুটছেন। তারা যেন প্রকৃত উৎস খুঁজে পায়!
- পবিত্র আত্মা এবং কাউন্সেলিং মিনিস্ট্রির মাধ্যমে খেমার রুজ সময়কাল থেকে যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলি নিরাময়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করুন।
- নম পেনের যে সমস্ত অতিরিক্ত সংস্কৃতি কর্মীরা যীশুর নাম প্রচার করার জন্য কাজ করছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

কম্বোডিয়ার ৯৭ শতাংশেরও বেশি মানুষ খেমার এবং তারা অপ্রতিরোধ্য থেরবাদ বৌদ্ধ।

সাংহাই

৩রা ফেব্রুয়ারি

"তাহলে তারা তাঁকে কীভাবে ডাকবে যাঁর উপর তারা বিশ্বাস করেনি?"

রোমানস ১০:১৪ (এনএএসবি)

সাংহাই, চীনের কেন্দ্রীয় উপকূলে অবস্থিত, দেশের বৃহত্তম শহর এবং এটি একটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর এবং চীনের একটি প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। সাংহাই ছিল পশ্চিমের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করার জন্য খোলা প্রথম চীনা বন্দরগুলির মধ্যে একটি, এবং এটি দীর্ঘদিন ধরে দেশের বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

এই শহরের কেন্দ্রস্থল হল বুন্ড, একটি বিখ্যাত সমুদ্রপারের রাস্তা যার সঙ্গে রয়েছে ঔপনিবেশিক যুগের সারি সারি দালানকোঠা। হুয়াংপু নদীর ওপার থেকে পুডং জেলার সারি সারি আধুনিক বিল্ডিং, সেইসঙ্গে রয়েছে ৬৩২-মিটার-উঁচু সাংহাই টাওয়ার এবং স্বতন্ত্র গোলাপী গোলক সহ ওরিন্টেয়াল পার্ল টিভি টাওয়ার।

সাংহাই-তে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, যার মধ্যে রয়েছে কনফুসিয়াসবাদ, তাওবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম, খ্রীস্টান ধর্ম এবং জনপ্রিয় লোক ধর্ম। যদিও এখানে তাওধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে বেশি অনুসরণকারী রয়েছে, অন্যদিকে সাংহাই চীনের মূল ভূখন্ডে সবথেকে বেশি ক্যাথলিক উপস্থিতি নিয়ে গর্ব করে।

বাস্তবে, যদিও, সরকার জোর দিয়ে চেষ্টা করে যাতে সমস্ত ধর্মীয় কার্যকলাপ রাষ্ট্র-অনুমোদিত ধর্মীয় সংগঠনগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এগুলির বাইরে যে সমস্ত মন্ডলীগুলি তৈরি হয়, যেমন যীশু অনুসরণকারী "বাড়ি গীর্জা" আন্দোলন, তা অবৈধ। সেক্ষেত্রে তাদের ঘরবাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে, নেতাদের জেল হতে পারে এবং সদস্যদের জরিমানা করা হতে পারে।

তা সত্ত্বেও, বিগত চার দশকে, বিশ্বের অন্যান্য যেকোন জায়গার তুলনায় চীনে খ্রীস্টান ধর্ম অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূগর্ভস্থ সেল গীর্জাগুলি সারা সাংহাই জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, এবং অনুমান করা হয় যে এখানে এখন যীশু অনুসরণকারীদের সংখ্যা প্রায় ১০০ মিলিয়নের থেকেও বেশি।

সম্প্রদায়: ৩টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- গর্ভপাত, আত্মহত্যা, পরিত্যাগ, এবং মানব পাচার বন্ধ করার জন্য এবং জীবনের একটি নতুন মূল্যবোধের জন্য প্রার্থনা করুন।
- ক্রমাগত নিপীড়নের মধ্যেও চার্চের বৃদ্ধি এবং বিশুদ্ধ বাইবেলের শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য প্রার্থনা করুন।
- যারা জেলে বন্দী হয়েছেন তাদের বিশ্বাস দৃঢ় থাকার জন্য প্রার্থনা করুন।
- এছাড়াও প্রার্থনা করুন খ্রীস্টের যে সমস্ত অনুগামীরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কাজ করে তারা যেন নির্দোষভাবে চলতে পারে এবং সরকারের মধ্যে একটি মুক্তির শক্তি হতে পারে।

তাওধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের সবচেয়ে বেশি অনুসরণকারী রয়েছে, অন্যদিকে সাংহাই চীনের মূল ভূখণ্ডে সবথেকে বেশি ক্যাথলিক উপস্থিতি নিয়ে গর্ব করে।

শেনইয়াং

৪ঠা ফেব্রুয়ারি

“ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্যে ছিলেন, তিনি বিশ্বকে নিজের সাথে মিলিত করেছিলেন।”

২ করিন্থিয়ানস ৫:১৯ (এনকেজেভি)

শেনইয়াং হল লিয়াওনিং প্রদেশের রাজধানী, চীনের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত, এই শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৮ মিলিয়ন। এই শহর যীশুর জন্মের প্রায় ৩০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি দেশের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

এই শহরটি একসময় কিং রাজবংশের রাজধানী ছিল, এবং সেই সময়কাল থেকেই এখানকার বিলাসবহুল মুকদেন রাজপ্রাসাদটি এখনও এই শহরের একটি অন্যতম নিদর্শন হিসাবে রয়ে গেছে। এই শহরটি ১৯৩১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানীদের দখলে ছিল।

এই শহরটি জাতিগতভাবে ধর্মীয়ভাবে চীনের সবথেকে বৈচিত্র্যময় শহরগুলির মধ্যে একটি। চীনের ৫৫টি জাতিগত সংঘ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ৩৭টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখানে বসবাস করে এবং এখানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোরিয়ান টাউন রয়েছে।

প্রেসবিটেরিয়ান মিশনারিরা ১৮৭২ সালে শেনইয়াং-এ সুসমাচার নিয়ে আসেন। বর্তমানে এই শহরটি, চীনের বেশিরভাগ অংশের মতোই, প্রোটেস্ট্যান্ট সহ পাঁচটি ধর্মীয় বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দেয়।

সম্প্রদায়: ৩৭টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- শেনইয়াং-এর চার্চের নেতাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবের জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন যে শেনইয়াং-এর বিশ্বাসীরা নম্রতা এবং খ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে একে অপরকে শোনার এবং জমা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
- প্রার্থনা করুন যে আরও যাজক আরও বেশী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন এবং তাদের মিনিস্ট্রিগুলির জন্য আরও ভালভাবে সজ্জিত হবেন।
- শেনইয়াং-এ অবিবাহিত বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে সংগ্রাম করছেন। তাদের প্রয়োজনের জন্য এবং তাদের একাকীত্বে তাদের ধৈর্য্য বজায় রাখার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করুন।

এই শহরটি জাতিগতভাবে ধর্মীয়ভাবে চীনের সবথেকে বৈচিত্র্যময় শহরগুলির মধ্যে একটি।

তাইওয়ান

৫ই ফেব্রুয়ারি

"কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন, "বোলো না যে, 'আমি খুব ছোট।' আমি তোমাকে যাদের কাছে পাঠাচ্ছি তাদের প্রত্যেকের কাছে তোমাকে যেতে হবে এবং আমি তোমাকে যা বলতে আদেশ করব তা বলতে হবে। তাদের ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং তোমাকে উদ্ধার করব," প্রভু ঘোষণা করলেন।"

জেরেমিয়া ১:৭-৮ (এনআইভি)

তাইওয়ান, চীনের উত্তরপূর্বে অবস্থিত একটি শহর যার জনসংখ্যা ৪ মিলিয়নের থেকে কিছু বেশি। এটি প্রধানত একটি শিল্পকেন্দ্র যেখানে শক্তি ও রাসায়নিক শিল্পের প্রাধান্য রয়েছে। এই শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২,৫০০ বছরেরও বেশি আগে এবং এই শহর তিনদিক পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত।

তাইওয়ানের আশেপাশের ভৌগলিক অঞ্চল খনিজ সমৃদ্ধ। কয়লা খনি এবং উৎপাদন স্থানীয় অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি, যার ফলসরূপ এই শহরটি ১৯৯০ এর দশকেই বিশ্বের ১০টি সবচেয়ে খারাপ মানের বাতাস বা বায়ুদূষিত শহরগুলির মধ্যে একটি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও এই পরিস্থিতির যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিকার করা হয়েছে, তবে এখনও এখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দূষণ রয়েছে।

তাইওয়ানে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ হল হান চাইনিজ, যারা ম্যান্ডারিন ভাষায় কথা বলে। এই এলাকার ধর্মীয় পছন্দ হল ঐতিহ্যবাহী লোকধর্ম (২৭.৯%), বৌদ্ধধর্ম (১৯.৮%), এবং ২৩.৯% মানুষ নিজেদেরকে কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় বলে চিহ্নিত করেন। অন্যান্য বিশ্বাসের সাথে এখানে ক্যাথলিক ধর্মের বেশ কয়েকটি বড় গীর্জার উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে।

সম্প্রদায়: ১টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- এই শহরে চীনা বিশ্বাসীদের জন্য সাহসিকতার প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন যে কোভিডের সময় মিটিং এবং ইন্টারনেট কথোপকথনের উপর বাস্তবায়িত নিষেধাজ্ঞাগুলি শিথিল করা হয়েছিল তা অব্যাহত থাকবে।
- প্রার্থনা করুন যেন মানুষের চোখ খুলে যায় এবং তারা বুঝতে পারে যে লোকধর্ম এবং পূর্বপুরুষের উপাসনা করে তারা যে শক্তি খুঁজছেন তা সত্য নয়, যীশুই সত্য।
- বাড়ি গীর্জার নেতাদের জন্য শক্তি প্রার্থনা করুন যেহেতু তারা নিপীড়ন সহ্য করে।

এই এলাকার ধর্মীয় পছন্দ হল ঐতিহ্যবাহী লোকধর্ম (২৭.৯%), বৌদ্ধধর্ম (১৯.৮%), এবং ২৩.৯% যারা অবিশ্বাসী হিসাবে চিহ্নিত।

উলানবাতার

৬ই ফেব্রুয়ারি

“এবং তুমি অনেক সাক্ষীর উপস্থিতিতে আমাকে যা বলতে শুনেছ তা নির্ভরযোগ্য লোকেদের কাছে অর্পণ করো যারা আবার অন্যদেরও শেখানোর যোগ্য হবে।”

২ টিমোথি ২:২ (এনআইভি)

উলানবাতার, এই শহরটি হল মঙ্গোলিয়ার রাজধানী এবং দেশের সবচেয়ে জনবহুল শহর, এখানকার জনসংখ্যা ২ মিলিয়নের থেকে কিছু কম। এখানকার গড় তাপমাত্রার পরিমাপ অনুযায়ী উলানবাতার হল বিশ্বের সবচেয়ে শীতলতম রাজধানী শহর।

মঙ্গোলিয়ার সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে এবং চীনা রেল সিস্টেমের সাথে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ের সংযোগকেন্দ্র হিসাবে, উলানবাতার বিশ্বের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত শহরগুলির মধ্যে একটি সমৃদ্ধ নগর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তিনদিকে পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি নদী উপত্যকায় অবস্থিত যা ধোঁয়াশাকে আটকে রাখে, এই শহরটি হল শীতের মাসগুলিতে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দূষিত রাজধানী শহর।

দীর্ঘকাল ধরে চলা কম্যুউনিস্ট আধিপত্যের সময়ে যা ১৯৯২ সালে শেষ হয়, সমস্ত ধর্মকে দমন করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সময় থেকেই বিশ্বাসের একটি সাধারণ পুনরুজ্জীবন হয়েছে। উলানবাতার-এর মোট জনসংখ্যার ৫২% মানুষ মহাযান বৌদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত। বাকিদের মধ্যে, ৪০% অ-ধর্মীয়, ৫.৪% হল মুসলিম, ৪.২% লোকধর্ম অনুসরণ করে, এবং ২.২% হল খ্রীস্টান। খ্রীস্টান জনসংখ্যার মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, সনাতন খ্রীস্টান, এবং মরমন সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে।

সম্প্রদায়: ৬টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- প্রার্থনা করুন যে প্রভু এখানে গীর্জার জন্য জ্ঞানী এবং ধার্মিক নেতাদের তৈরি করতে থাকবেন।
- যারা রাস্তা থেকে মেয়েদেরকে উদ্ধার করে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন যে পুরুষরা এগিয়ে আসবে এবং পরিবার, সম্প্রদায় এবং গীর্জায় তাদের ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবে।
- প্রার্থনা করুন যে কর্মক্ষেত্রে যীশুর অনুসরণকারীদের কর্ম এবং মনোভাব তাদের সহকর্মীদের জন্য একটি সাহসী সাক্ষী হবে।

কমিউনিস্ট আধিপত্যের দশকগুলিতে যা ১৯৯২ সালে শেষ হয়েছে, সমস্ত ধর্মকে দমন করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সময় থেকে একটি সাধারণ বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন হয়েছে।

আমেরিকা

৭ই ফেব্রুয়ারি

লস অ্যাঞ্জেলেস হল বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় শহরগুলির মধ্যে একটি। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ৩০০টি মন্দির এবং ধ্যানকেন্দ্র সহ লস অ্যাঞ্জেলেস-এ বৌদ্ধ ধর্মের সমস্ত বিশ্বাসের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ্বদর্শনের কোনরকম আলোচনা ছাড়াই শান্তি, প্রশান্তি এবং জ্ঞানের ছবিগুলি সামনে রেখে সমগ্র আমেরিকা এবং পশ্চিমের সমস্ত সমাজ জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের ধারণাগুলি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে প্রচার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, “কমপ্যাশনেট স্কুল” বা মানবিক বিদ্যালয়টি নিজেকে ধর্ম নিরপেক্ষ বলে প্রচার করলেও তা আসলে শুরু করেছিলেন তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম তত্ত্ব-এর একজন অধ্যাপক। এখানকার পাঠ্যক্রমটি প্রধাণত দুটি তিব্বতি বৌদ্ধ নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে - “মননশীলতা” এবং “ধ্যানমগ্নতা”।

স্টার ওয়ার্স, কিল বিল এবং ডক্টর স্ট্রেঞ্জের মতো চলচ্চিত্রগুলিতে বৌদ্ধ বিশ্বদর্শন সক্রিয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে। অ্যাপল-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্টিভ জোভস্ এর মতন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা সক্রিয়ভাবে বৌদ্ধ ধর্মের ধ্যানের প্রচার করেন। স্থানীয় উদ্যান বা পার্কগুলিতে প্রায়শই একটি বুদ্ধমুর্তি দেখতে পাওয়া যায় যা মানুষকে নিজের আঙিনায় বসে শান্ত হওয়ার, ধ্যান করার আহ্বান জানায়।

কলেজ ক্যাম্পাসে বৌদ্ধ ধ্যান খুব জনপ্রিয়। খ্রীস্টান ধ্যানের সঙ্গে এর খুব বেশি পার্থক্য নেই। বৌদ্ধ ধ্যানের মূল কথা হল মনকে ফাঁকা বা চিন্তা শূণ্য করা, অন্যদিকে খ্রীস্টান ধ্যানের মূল কথা হল ধর্মগ্রন্থ এবং ঈশ্বরের তৈরি সৌন্দর্য দিয়ে মনকে পূর্ণ করা।

“খেয়াল রেখো যে কেউ যেন তোমাকে ফাঁপা এবং প্রতারণামূলক দর্শনের কথায় বন্দী না করে, যা খ্রীষ্টের পরিবর্তে মানব ঐতিহ্য এবং এই বিশ্বের মৌলিক আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে।”

কলোসিয়ানস ২:৮ (এনআইভি)

প্রার্থনা করার উপায়:

- ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করুন যেন তিনি এমন লোকদের চোখ খুলে দেন যারা বোঝেন না যে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত পরিণতি হল আত্মবিনাশ।
- প্রার্থনা করুন যেন আমেরিকান বৌদ্ধরা যোগ্যতা অর্জন এবং মন্দ আত্মার দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে।
- প্রার্থনা করুন যে এখানে আমেরিকাতে যীশুর অনুসরণকারীরা প্রেম, করুণা এবং যীশুর সত্যের সাথে বৌদ্ধ বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের সাথে জড়িত হয় এবং প্রার্থনা করে।

স্টার ওয়ার্স, কিল বিল এবং ডক্টর স্ট্রেঞ্জের মতো চলচ্চিত্রগুলিতে বৌদ্ধ বিশ্বদর্শন সক্রিয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে।

ভিয়েনতিয়েন

৮ই ফেব্রুয়ারি

"কারণ প্রভু আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন: "আমি তোমাকে অ-ইহুদীদের জন্য আলো বানিয়েছি, যাতে তুমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিত্রাণ আনতে পার।"

অ্যাক্টস ১৩:৪৭ (এনআইভি)

ভিয়েনতিয়েন, লাওসের জাতীয় রাজধানী, এখানে ফরাসী ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের সঙ্গে রয়েছে বৌদ্ধ মন্দির যেমন দ্য গোল্ডেন, ১৬ শতকে ফা দ্যাট লুয়াং-এর তৈরি, যা এখানকার জাতীয় প্রতীক। এটি একটি স্থলবেষ্টিত দেশের রাজধানী শহর যেখানকার জনসংখ্যা মাত্র ১ মিলিয়ন এবং এটি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে দরিদ্র শহর।

ভিয়েনতিয়েন হল বিশ্বের সেই সব শহরগুলির মধ্যে একটি যা দেখতে-শুনতে এবং অনুভূতিতে সেইরকম নয় যাকে পশ্চিমের লোকেরা শহর বলে মনে করে, তাদের কাছে এটা মাঝামাঝি শহর যা খুব বড় শহরের মতনও নয় আবার খুব ছোট শহরের মতনও নয়।

১৯৭৫ সাল থেকে কম্যুনিস্ট সরকার খুব কঠোরভাবে দেশ নিয়ন্ত্রণ করছে। খ্রীস্টান ধর্মকে প্রাথমিকভাবে "রাষ্ট্রের শত্রু" বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এর ফলে অনেক বিশ্বাসী দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং যারা থেকে গিয়েছিল তারা লুকিয়ে ছিল। আজ সরকার-অনুমোদিত চারটি ধর্মের মধ্যে একটি হল খ্রীস্টান ধর্ম, কিন্তু খোলা গীর্জাগুলিকে সতর্কভাবে যাচাই করা হয়। তীব্র নিপীড়ন এবং বিধিনিষেধ এখনও আছে, বেশিরভাগই স্থানীয় পর্যায়ে।

২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী, মোট জনসংখ্যার ৫২% থেরবাদ বৌদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত। ৪৩% ঐতিহ্যগত বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মের কিছু রূপ অনুসরণ করে। সরকার দ্বারা তিনটি গীর্জাকে "খ্রীস্টান" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে: লাও ইভাঞ্জেলিক্যাল চার্চ, সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ। সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অবশ্যই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে নথিভুক্ত করতে হবে। প্রকাশ্য স্থানে কোনরকম ধর্মান্তকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সম্প্রদায়: ৯টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- লাও অন্বেষকদের জন্য প্রার্থনা করুন তারা যেন বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করার জন্য সামাজিক চাপকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে এবং তাদের আশা একজন প্রকৃত ঈশ্বরের উপরেই ধরে রাখে।
- প্রার্থণা করুন যেন নিবিড় সরকারী নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসীরা তাদের প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে দর্পের সঙ্গে গসপেল ঘোষণা করতে পারে।
- বাড়ি গীর্জার নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা করুণার সাথে অধ্যাবসায়ের জন্য নিপীড়নের লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন।

আজ সরকার-অনুমোদিত চারটি ধর্মের মধ্যে একটি হল খ্রীস্টানধর্ম, কিন্তু খোলা গীর্জাগুলিকে সতর্কভাবে যাচাই করা হয়। তীব্র নিপীড়ন এবং বিধিনিষেধ এখনও আছে, বেশিরভাগই স্থানীয় পর্যায়ে।

জিয়ান

৯ই ফেব্রুয়ারি

"সব দেশের মধ্যে তাঁর মহিমা ঘোষণা কর, সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর বিস্ময়কর কর্মের কথা বল।"

১ ক্রোনিকেলস ১৬:২৪ (এনআইভি)

চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চল শানজি প্রদেশের রাজধানী এবং একটি বড় শহর হল জি'য়ান। এই শহর এক সময় চ্যাং'আন (চিরন্তন শান্তি) নামে পরিচিত ছিল। এটি সিল্ক রোড-এর পূর্ব সীমানা নির্দিষ্ট করে এবং এখানেই ঝাউ, কিন, হান এবং তাং রাজবংশের শাসকদের বাসস্থান ছিল। এই শহর ১,১০০ বছর ধরে রাজধানী ছিল এবং এটি এখনও চীনের প্রাচীন ইতিহাস এবং অতীত গৌরবের প্রতীক হিসাবে রয়ে গেছে।

১৯৮০ সাল থেকে, অন্তবর্তী চীনের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অংশ হিসাবে, জি'য়ান একটি সাংস্কৃতিক, শিল্প, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে সমগ্র মধ্য-উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে পুনরায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে, সেইসঙ্গে এখানে গবেষণা এবং উন্নয়নের অনেক সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে।

মজার বিষয় হল, জি'য়ান এর কাছেই রয়েছে কিন রাজবংশ (২২১-২০৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) -এর প্রথম সার্বভৌম সম্রাট, শি হুয়াংদি-র সমাধিস্থল। ১৯৭৪ সালে এখানেই বিখ্যাত টেরাকোটা সৈন্যবাহিনী আবিষ্কৃত হয়েছিল।

দেশের মধ্যে এই শহরের অবস্থাঙ্গত কারণে এবং এখানে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কারণে, জি'য়ান শহরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসরণকারীদের দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম হল প্রাথমিক ধর্ম, যা তাওবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। ৭০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে জি'য়ান-এ মুসলিমদের উপস্থিতি রয়েছে, এবং জি'য়ান-এর বিখ্যাত মসজিদটি সমগ্র চীনের মধ্যে সবথেকে বড় মসজিদ।

জি'য়ান-এ খ্রীস্টান উপস্থিতি খুবই কম। ২০২২ সালে, "অনুমোদিত" গীর্জাগুলির মধ্যে একটি গীর্জা, দ্য চার্চ অফ অ্যাবান্ডান্স, একটি ঐতিহাসিক বাড়ি গীর্জা, স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক একটি ধর্ম বলে মনে করা হয়েছিল। এর তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হয়, নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশ্বাসীদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

সম্প্রদায়: ১৫টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- জি'য়ানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এবং এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রার্থনা করুন।
- চীনে ক্রমবর্ধমান বিবাহ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন।
- প্রাচুর্যের গীর্জার নেতা এবং সদস্যদের জন্য প্রার্থনা করুন কারণ তারা সরকারী তদন্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন।
- প্রার্থনা করুন যে জি'য়ানের নতুন যীশু অনুসরণকারীরা যেন এই বার্তাটি তারা যে গ্রাম থেকে এসেছে সেখানে তাদের পরিবারের কাছে নিয়ে যায়।

বৌদ্ধধর্ম হল প্রাথমিক ধর্ম, যা তাওবাদ এর সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত।

ইয়াঙ্গুন

১০ই ফেব্রুয়ারি

"এবং অবশ্যই আমি সবসময় তোমার সাথে আছি, একেবারে শেষ বয়স পর্যন্ত।"

ম্যাথিউ ২৮:২০ (এনআইভি)

যদিও এখন আর রাজধানী শহর নয়, ইয়াঙ্গুন (যা পূর্বে রেঙ্গুন নামে পরিচিত ছিল) হল মায়ানমার (পূর্বনাম বার্মা) -এর সবচেয়ে বড় শহর যেখানে প্রায় ৭ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের সঙ্গে, সর্বাধুনিক উঁচু উঁচু বাড়ি এবং সোনালি বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলি ইয়াঙ্গুনের দিগন্তরেখা জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়।

ইয়াঙ্গুন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ঔপনিবেশিক যুগের স্থাপত্য নিয়ে গর্ব করে এবং এখানে একটি অনন্য ঔপনিবেশিক যুগের শহুরে কেন্দ্র রয়েছে যা উল্লেখযোগ্য ভাবে অক্ষত আছে। এই জেলার কেন্দ্রে রয়েছে সুলে প্যাগোডা, যা প্রায় ২,০০০ বছরেরও বেশি পুরানো। এছাড়াও এই শহরেই রয়েছে সোনালী স্বেদাগন প্যাগোডা, যা মায়ানমারের সবচেয়ে পবিত্র এবং বিখ্যাত বৌদ্ধ প্যাগোডা।

যদিও খ্রীস্টান ধর্ম ৮% জনসংখ্যার সাথে ইয়াঙ্গুনে একটি নিরাপদ অস্তিত্ব স্থাপন করেছে, তবে ৮৫% থেরবাদ বৌদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত। এখানে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্বও দেখতে পাওয়া যায়। মোট জনসংখ্যার ৪% হল মুসলিম বা মুসলমান।

মায়ানমারে ধর্মীয় সংঘাতের ধারাবাহিক উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন ধরে খ্রীস্টান ধর্মকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক কাল থেকে চলে আসা একটি ধর্ম হিসাবে দেখা হত। আজকের দিনে রোহিঙ্গা মুসলিমদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে সামরিক এবং অসামরিক সরকারের মধ্যে প্রায়শই যে উত্তেজনা দেখা যায় তা ধর্মীয় নিপীড়নের উদাহরণ হিসাবে বলা যায়।

সম্প্রদায়: ১৭টি অপরিচিত সম্প্রদায়

প্রার্থনা করার উপায়:

- রাজধানী শহর নে পি তাও -এর নেতাদের জন্য জ্ঞান এবং সহনশীলতার প্রার্থণা করুন।
- দেশটিতে সামরিক হিংসার ঘটনা থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের জন্য প্রার্থনা করুন।
- প্রার্থনা করুন মানুষের যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় জল এবং চিকিৎসা সামগ্রী তা যেন যারা অভাবী তাদের কাছে পৌঁছে যায়।
- গত কয়েক বছরের ঘূর্ণিঝড় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পুনরুদ্ধারের উপায়ের জন্য প্রার্থনা করুন।

যদিও খ্রীস্টানধর্ম ৮% জনসংখ্যার সাথে ইয়াঙ্গুনে একটি নিরাপদ অস্তিত্ব স্থাপন করেছে, তবে ৮৫% থেরবাদ বৌদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত।

প্যাটমোস এডুকেশন গ্রুপ এবং রান মিনিস্ট্রিস

প্যাটমোস এডুকেশন গ্রুপ হল রান মিনিস্ট্রির একটি ‘লাভজনক’ শাখা। প্যাটমোস টিম প্রতি বছর পাঁচটি প্রার্থনা গাইডের জন্য বিষয়বস্তু প্রস্তুত করে। প্রার্থনা গাইডগুলি ৩০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা পার্টনার মিনিস্ট্রিগুলির জন্য ও সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য উপলব্ধ। প্রায় ১০০ মিলিয়নেরও বেশি যীশু অনুসরণকারীরা এই টুলস গুলি ব্যবহার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৩০ বছর আগে এর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, ঈশ্বর, রিচিং আনরিচড নেশনস, ইনকর্প. (রান মিনিস্ট্রিস) -কে প্রথম-প্রজন্মের যীশু অনুসরণকারীদের পাশে থাকতে এবং বিশ্বের যেসব জায়গায় এখনও সেভাবে পৌঁছানো যায়নি সেইসব জায়গায় আরও বেশি করে গীর্জা স্থাপনের প্রচেষ্টাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করেছেন।

রিচিং আনরিচড নেশনস, ইনকর্প. (রান মিনিস্ট্রিস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে একটি ৫০১(সি) কর-ছাড়যোগ্য সংস্থা হিসাবে। একটি আন্তঃসাম্প্রদায়িক মিশন, রান হল ইসিএফএ-এর একটি দীর্ঘস্থায়ী সদস্য, লুসান চুক্তির সদস্যপদ নিয়েছে এবং মহান কমিশন পূরণে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাপী খ্রীস্টানদের সাথে সহযোগিতা করে।

www.patmosgroup.org

পি.ও. বক্স ৬৫৪৩, ভার্জিনিয়া বিচ, ভিএ ২৩৪৫৬

বৌদ্ধ বিশ্ব প্রার্থণা গাইড

২১ দিনের প্রার্থণা | ২০২৪ সংস্করণ